দৈনিক বাংলা

২০

তারিখ ... 08 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

এইচএসসি পরীক্ষার শুরুতে—

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে দেশের সর্বত্র। এবারও চারটি শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা একযোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এবারও আগের মতই নকলের দায়ে বহিষ্কারের ধারা অব্যাহত আছে। বাংলা পরীক্ষার প্রথম দিনে সারা দেশে মোট এক হাজার এক শ আটাত্তর জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অর্থাৎ শত চেষ্টা সত্ত্বেও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থেই দুঃখজনক।

এরচেয়ে বড় দুঃখেরও কারণ জড়িয়েছে এবারকার পরীক্ষার সঙ্গে। কোনো অপরাধ না করেই এবার বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এদের কেউ কেউ বাছাই পরীক্ষায় উচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণে কম্পিউটার ব্যবহার চালু হয়েছে। এবার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে সব কাজ হচ্ছে। পদ্ধতিগত জটিলতায় বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর নাম বাদ পড়ে গেছে। তাদের নামে প্রবেশপত্র ইস্যু হয়নি। তারা পরীক্ষায়ও তাই অংশ নিতে পারেনি। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে এমন মর্মান্তিক ঘটনার তুলনা হয় না।

কিছু শিক্ষার্থী এভাবে পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পটুয়াখালীতেও এ নিয়ে বেশ হাঙ্গামা হয়েছে। সেখানে একটি কেন্দ্রেই এক শ পঁয়ষট্টিজন প্রবেশপত্র পাননি। প্রবেশপত্র না পাওয়া শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পারেননি। তবে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে প্রবেশপত্র না পাওয়া কয়েকজনকে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষায় বসতে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ব্যাপারটিকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক, একে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বলেই মানতে হবে। আর সে এমন ত্রুটি যা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। অপরাধটি কার তা এক কথায় বলে দেয়া দুষ্কর। কেননা, পদ্ধতিগত জটিলতার দায়–দায়িত্ব নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং বোর্ড বা কম্পিউটার কেন্দ্রের মধ্যে ঠেলাঠেলির বিস্তর অবকাশ আছে। এ সুযোগ কেউ ছাড়বে এমন মনে করার কারণ নেই। অবস্থা কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকছে— সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের জীবনের একটি করে বছর, হয়ত তারও বেশী, অকারণে নষ্ট হল। এ ক্ষতি পূরণের অবস্থা নেই বলেই যে প্রতিকারও উপেক্ষিত হবে এমন মনে করা ঠিক হবে না। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে দায়–দায়িত্ব চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঢাকা কলেজে যদি বিশেষ ব্যবস্থায় কয়েকজনের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়ে থাকে; অন্যত্র তেমনটা না হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। কেন তা করা হয়নি, এ জবাব কাউকে না কাউকে দিতেই হবে। একই পরিস্থিতির শিকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন বৈষম্য সৃষ্টি শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অধিকতর ক্ষুব্ধ করবে। অতিদ্রুত বিশেষ ব্যবস্থায় প্রবেশপত্র না পাওয়া শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং একই সঙ্গে উভয় পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিলে অমার্জনীয় এ অপরাধের আংশিক প্রতিকার সম্ভব। আমরা তেমন একটা উদ্যোগ দাবী করছি।

বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের যে প্রবণতা দেখা গেছে তাতে মনে হয়, আগামী দিনগুলোতে আরো সতর্ক ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরীক্ষার্থী তথা আমাদের সন্তানদের প্রতি অবিচার যেমন আমাদের কাম্য নয়, তেমনি তারাও কোনো অন্যায় করার সুযোগ পাবে, এমনটাও আমরা চাই না। শিক্ষা তথা জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থে এ প্রবণতা রোধ করতেই হবে।